দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

মীর্জাগঞ্জের ৬১টি স্কুল-মাদ্রাসায় কোন পাঠাগার নেই

॥ মীর্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা ॥

মীর্জাগঞ্জ উপজেলার মাধ্যমিক স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে কোন পাঠাগার না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা বইপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মীর্জাগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, এই উপজেলায় ৩১টি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক এবং ৩০টি দাখিল ও সিনিয়র মাদ্রাসা আছে। এ সকল স্কুল-মাদ্রাসায় ১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। কিন্তু এ সকল স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোর কোনটিতেই গ্রন্থাগার নেই।

উপজেলার সুবিদখালী র ই পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সুবিদখালী আর কে বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝাটিবুনিয়া ম ই মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাঁঠালতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাঁঠালতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দেউলী পল্লীমঙ্গল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সুলতানাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সুবিদখালী দারুসসুন্নত সিনিয়র মাদ্রাসা ও মীর্জাগঞ্জ ইয়ারিয়া দাখিল মাদ্রাসাসহ এই ৮টি স্কুল মাদ্রাসার প্রত্যেকটিতে পাঁচশত থেকে এক হাজার খানা পুস্তক রয়েছে। কিন্তু এর জন্য ঐ সকল স্কুল মাদ্রাসায় পৃথক কোন গ্রন্থাগার ভবন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুস্তক বিতরণের নেই সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা।

এ সকল পুস্তক সংশ্লিষ্ট স্কুল-মাদ্রাসার অফিস কক্ষে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এসব স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে গ্রন্থাগারের দায়িত্বে একজন করে শিক্ষক নিয়োজিত থাকলেও ক্লাসের দায়িত্ব পালনের পর তাদের পক্ষে সব সময় নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না।